গান্তর

...2.8 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৫...

শিক্ষা ভবনে দালাল চক্র সক্রিয়

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষক হয়রানি ও নাজেহালের কেন্দ্র খ্যাত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) রোববার সংঘবদ্ধ দালাল চক্রের এক সদস্যকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এরপর কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কর্তৃপক্ষ সাপের সন্ধান পেয়েছে। ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার এ সময়ও শিক্ষা ভবনে ঘাপটি মেরে থাকা দুর্নীতিবাজ চক্রের নাম-পরিচয় বেরিয়ে আসে। তারা দালালের মাধ্যমে শিক্ষকদের কাছ থেকে কাজ করে দেয়ার নামে হাতিয়ে নিচ্ছিল লাখ লাখ টাকা। রোববার ঘুষের ব্যাপারে দফারফাকালে ভবনেরই প্রধান গেট থেকে গোলাম মোস্তফা নামে ওই দালালকে ধরা হয়। এরপর জিজ্ঞাসাবাদে তার সঙ্গে ভবনের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কর্মকর্তার নাম বেরিয়ে আসে। মোস্তফাকে কর্তৃপক্ষ পুলিশে দিয়েছে। সে ধরা পড়ার পর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আহসানউল্লাহসহ বেশ

সক্রিয় : দালা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বরকতউল্লাহ নামে এক গডফাদারকে খুঁজছে। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে উপ-পরিচালক ইকরামুল হক জানান।

শিক্ষা ভবন বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসা এবং কলেজের সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তদারকি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানের এমপিও, টাইমস্কেলসহ সার্বিক বিষয়ে দেখভাল করা হয় এখান থেকে। কিন্তু সেবাদানকারী এই প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঘুষ ছাড়া তারা কাজ করেন না। খুশি করতে না পারলে কাজ তো হয়-ই না, সে ক্ষেত্রে ভোগান্তির সীমা-পরিসীমা থাকে না। অর্থ লেনদেন এবং ভোগান্তির ঘটনা ওখানে অনেকটা 'ওপেন সিক্রেট'। বিভিন্ন পর্যায় থেকে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৪ জনের একটি কালো তালিকা করা হয়েছিল বিগত জোট সরকারের শেষের দিকে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষা ভবনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য তাদের চাকরিচ্যুত অথবা অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার সুপারিশ করেছিল গোয়েন্দা সংস্থা। ওয়ান-ইলেভেনের পটপরিবর্তনের পর সরকারি অন্যান্য ভবন ও অফিসের মতো নড়েচড়ে বসে শিক্ষা ভবনও। মন্ত্রণালয়ও বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। ইতিপূর্বে গোয়েন্দা সংস্থাটির রিপোর্টকে ভিত্তি করে তালিকার অনেককেই অন্যত্র ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু তারা নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেননি। উপরন্তু তারা শিক্ষা ভবনে থেকেই আগের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক নেতা রোববার যুগান্তরকে জানান, এখানে দুর্নীতি কমে যাওয়ার কথা বললেও আসলে কিছুই কমেনি। ঘুষ আর দুর্নীতিটা বরং চ্যানেলাইজ আর প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে। রোববারের ঘটনা তার প্রমাণ বলে ওই শিক্ষক নেতা দাবি করেন।

এ অবস্থায় রোববার একজন শি
ঘুষের দফারফাকালে শিক্ষা ভব
ফটকের সামনে গোলাম মোস্তফা
দালালকে ধরা হয়। সে পুলিশের ব
করেছে, কাজের জন্য আসা শিক্ষক
কাজ করিয়ে দেয়ার ব্যাপারে দফ
থাকে। কর্মচারী নামধারী দালাল
পৌঁছে দেয়। তারা বেশিরভাগ চ
কর্মচারী নেতা। এর বিনিময়ে সে মো
টাকা পেয়ে থাকে। এছাড়া সে কা
বিনিময়ও ঠিক করে থাকে। রোব
১০টার দিকে ধরা পড়ার পর কব
মোবাইল (নম্বর ০১৭২৫-৫১৩৫
করে। এছাড়া পরবর্তীতে তার ক
কলগুলো রিসিভ করা হয়। এক ঘ
১৭টি কল পাওয়া গেছে। এগুলোর ে
এমপিও ও টাইমস্কেল করিয়ে দেয়া স
মাউশি'র মহাপরিচালক অধ্যাপব
আওরঙ্গজেব জানান, খুলনার কয়রা
ঘুগরাকাঠি ফাজিল মাদ্রাসার সহকা
মোঃ আবদুর রশিদ রোববার তার
টাইমস্কেল সংক্রান্ত ব্যাপারে ভব
আসেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ
মোস্তফা নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে
আলোচনাকালে নিরাপত্তাকর্মীরা
হাতেনাতে ধরে ফেলে। তিনি বলেন,
চক্রের আরও অনেকের সন্ধান পাও
পারে। নাম বের করার জন্য তাকে পু
হয়েছে। তিনি জানান, ঘটনার পর ে
নম্বর শাখার কর্মচারী আহসানউল্লাহ ও
গা ঢাকা দিয়েছে। অধ্যাপক আওরঙ্গজে
যেসব শিক্ষকের সমস্যা আছে, মূল
এসব ব্যক্তির কাছে ধরনা দেন
শিক্ষকদের সরাসরি কর্মকর্তাদের
যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়ে বলে
কোন শিক্ষককে দু'মাসের বেশি ঘুরা
তিনি সরাসরি তার সঙ্গে বা পরিচালক
পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন
প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ
নেয়া হবে।

উপ-পরিচালক ইকরামুল হক বাদী হয়ে
থানায় অভিযোগ করেছেন। তিনি জা
ঘটনার তথ্য উদঘাটনে একটি তদন্ত কমি
হয়েছে। ভেতরে কারা কারা জড়িত
তাদের বের করবে।